যুগান্তর

তারিখ AUG. 26 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩৮

জাতির জন্যও কল্যাণকর হবে

শাহ মোহাম্মদ আবদুল হান্নান

রকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়ার
ঘোষণা দিয়েছে আমি তাকে সঠিক বলে
ন করি। কেননা কওমি মাদ্রাসা এতদিন
নেকটা বঞ্চিত ছিল। তাদের সুযোগ-সুবিধা
ড়ানো প্রয়োজন ছিল। সরকার কওমি
দ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের
রবি ও
সলামিক
ডিজের সমতুল্য
ল স্বীকৃতি
য়েছে। কওমি
দ্রাসার
ক্ষার্থীরা আরবি
ইসলামিক
ডিজে যে
ড়াশোনা করে
ধারণ
শ্ববিদ্যালয়ের
শ্লিষ্ট বিষয়ের
রিকুলাম থেকে
উন্নত। এদিক
কে সরকারের
দ্ধান্ত যথার্থ।

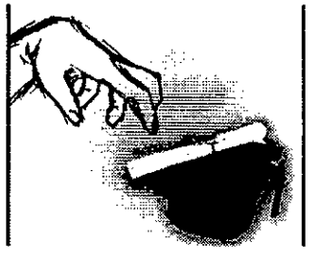

ওমি মাদ্রাসা নেতৃবৃন্দের কাছে আমার
বেদন থাকবে, ধীরে ধীরে তারা তাদের
ঠক্রমকে আরও উন্নত করবেন। পাঠক্রমে
রেজি ও অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করলে তাদের
গ্যতা, মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেড়ে
বে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল— যা দেওবন্দ শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও এই শিক্ষা পদ্ধতি চলে আসছে। ঔপনিবেশিক আমলের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের পার্থক্য আছে। ব্রিটিশরা ছিল বিদেশী সরকার। বর্তমানে পূর্বাপর যারা দেশ শাসন করছে তারা জাতীয় সরকার। সে কারণে কওমি শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত কওমি মাদ্রাসার জন্য যেমন তেমনি জাতির জন্যও কল্যাণকর হবে বলে আশা করি।

শাহ মোহাম্মদ আবদুল হান্নান : *সাবেক সচিব*

নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ সম্ভব হবে

বি. জে. (অব.) সাখাওয়াত হোসেন

এদেশে বহু বছর ধরে কওমি মাদ্রাসা চলে আসছে। একে বলা যায় ধর্মভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এতদিন এর সরকারি স্বীকৃতি ছিল না। ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণের বাইরে ছিল কওমি মাদ্রাসাগুলো। চলে আসছিল বেসরকারি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। যে কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে বা যে কোন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে কওমি শিক্ষা দিতে পারতেন। বর্তমান বিশ্ব বিশেষ করে উপমহাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চরম জঙ্গিবাদ, লালনের অভিযোগ আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ জঙ্গি কওমি মাদ্রাসার বাইরের। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যে দুই জঙ্গি আত্মঘাতী বোমায় আহত হয়েছে তাদের একজন মাদ্রাসার ছাত্র। অপরজন সাধারণ স্কুলেই পড়াশোনা করত।

আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য আছে। ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য, সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য; শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বেকারত্বের কারণে তরুণ ও কিশোরদের জঙ্গিবাদী তৎপরতায় ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে অর্থনৈতিক কোন বুনিয়াদ নেই, চাকরির সুযোগ নেই। কেবল এনজিওগুলো গ্রামাঞ্চলে কিছু কাজ করছে। কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির ফলে এর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ সম্ভব হবে। কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে জঙ্গি লালনের যে অভিযোগ রয়েছে সরকার তাও খতিয়ে দেখতে পারবে। কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য করা হয়েছে। এতে কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিধারীরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। সমাজ ও শিক্ষা মূল ধারায় আসারও সুযোগ পাবে।

পাকিস্তানে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে যেসব
পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা সরকার নিয়ন্ত্রি
বা আলিয়া মাদ্রাসার ওপর। কওমি মাদ্রা
ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব
নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হাজার হাজা
মাদ্রাসা আছে— যাতে সরকারের কোন
নজরদারি কাজ করছে না।
শিক্ষার মান নিয়ে কথা উঠেছে। মাদ্রাসা
সাধারণ উভয় পদ্ধতির শিক্ষার মানই নে
যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তদারকি প্রয়োজন।
কারিকুলামকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজ
কওমি মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রির স্বীকৃতি
দেয়া হল, ভালো কথা। কিন্তু নিচের পর্যা
শিক্ষাটি কীভাবে চলছে তাও নিরীক্ষণ ক
প্রয়োজন আছে। তা সত্ত্বেও কওমি মাদ্রা
শিক্ষার স্বীকৃতি ইতিবাচক ফল বয়ে আন
বলে আমি মনে করি। এতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতায় তাদের আসতে হবে। মাদ্রাসা বা সাধারণ শিক্ষা হোক— আমরা যদি তাকে কর্মমুখী ও ব্যবহারযোগ্য করে না তুলতে পারি তাহলে জঙ্গিবাদ ঠেকানো যাবে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

বি. জে. (অব.) সাখাওয়াত হোসেন : *প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক*